দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 AUG 1988
পৃষ্ঠা 3

ফার্স্ট ডিভিশন বা স্টার পাবার গ্যারান্টি

শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পরানো বিজ্ঞাপনের ধর্ম। নিজ দ্রব্যগুণকে, এমনকি নির্গুণকেও অপার গুণান্বিত বলে ঢাক পেটানোতে বিজ্ঞাপনে বাধা নেই। কিন্তু এর মধ্যেও ন্যূনতম-নীতিবোধ প্রত্যাশিত। নইলে স্বাভাবিকতা রসাতলে যেতে বাধ্য:

আজকাল প্রায় প্রায়ই দেখা যায়, বিজ্ঞপ্তিগুলো চলছে অধিকাংশই নিজস্ব ধারায়। মাত্রা জ্ঞান আছে কিনা বোঝা দায়। বাণিজ্যিক লক্ষ্য পূরণ আর ফাঁকা আওয়াজ এক কথা নয়। এ দুটোকে গুলিয়ে ফেললে যে ক্ষতিটা হয়, তার অংশীদার সকলকেই কম বেশি হতে হয়। এমন একটিই এ মুহূর্তে আলোচনায় আনা যায়। মাত্র দুদিন আগে একটি দৈনিকে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন জানাচ্ছে 'বাংলাদেশে এই প্রথম যে কোন মেধার পরীক্ষার্থীকে কমপক্ষে প্রথম বিভাগ/স্টার মার্ক অর্জনের সার্বিক দায়িত্ব নিচ্ছে .... ইত্যাদি ইত্যাদি। শব্দচয়ন লক্ষ্যণীয়। 'দেশে এই প্রথম' 'যেকোনও মেধার' পরীক্ষার্থীকে 'কমপক্ষে' 'প্রথম বিভাগ/স্টার মার্ক' পাওয়ার জন্য 'সার্বিক দায়িত্ব' নিচ্ছেন উক্ত বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থা, গোষ্ঠী, বা প্রতিষ্ঠান। এ কি নেহাত চমক সৃষ্টির ও সে সঙ্গে আকর্ষণ জাগানোর খেলা নাকি শব্দগত অর্থেও তাৎপর্যপূর্ণ, এটিই প্রশ্ন।

সাধারণভাবে সবার জানা আছে যা নিয়ে নিশ্চয়তা দেয়া চলে না, তা হচ্ছে মানুষের মন ও মেধা। চলে না—কারণ এ যান্ত্রিক নিয়মের আওতায় পড়ে না বা অংক কষে এর কিনারা করা যায় না। অনুশীলনে, অধ্যবসায়ে, সহানুভূতিতে, সংবেদনশীলতায় এর পরিশীলন ও উন্নয়ন ঘটানো যায় অনেকটাই—কিন্তু তেমন সময় সাপেক্ষ দীর্ঘ মেয়াদী পরিচর্যার অবকাশ একজন পরীক্ষার্থীর জন্য কই? 'পরীক্ষার্থী' শব্দটি প্রাঞ্জল—সে তখন শিক্ষার্থীমাত্র নয়, পরীক্ষা তার নিকটবর্তী। স্বল্প সময়ে শর্টকার্ট পদ্ধতিতে ধীর স্থির ভাবে ব্যাপক প্রস্তুতির সেই সুযোগ কোথায়—যে প্রস্তুতি একজন বিদ্যার্থীর মনকে পরিমার্জিত করে তার মধ্যে বোধ বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে পারে? পুরো বিষয়টিই তো এক ধরনের সাধনা। এর সঙ্গে তেজী ঘোড়ার দুর্বার গতি তো জুড়ে দেয়া চলে না।

বাড়ি, বিদ্যালয়, কোচিং সেন্টার এসবই বিদ্যার্থীর কাছে দ্বিতীয় কাতারে—প্রথম হচ্ছে তার মন। সেই মনের উন্মীলন যতোক্ষণ না ঘটানো যায়, ততোক্ষণ বিলাস বহুল বা ব্যয় বহুল পরিবেশে দিগগজ ব্যক্তিত্বের উপদেশ বা পথ নির্দেশ মোটেও কিছু নয়। তবুও হয়ত এসব বিজ্ঞপ্তিতে মোহিত না হয়ে অভিভাবকদের উপায় থাকে না।

তাই পতঙ্গের মতো আত্মাহুতি দেন তারা এমন অগ্নিঝরা বিজ্ঞাপনে। 'প্রথম বিভাগ' আর 'স্টার' যখন বড় বড় কলেজগুলোর কাছেই পরম আরাধ্য—সহজ মনের বাবা-মার কাছেই তা পরিত্যাজ্য হবে কেন? 'সাধারণ মানে'র আর দাম নেই—অসাধারণ ফলের জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন।

বোর্ড যে কেন তৃতীয় বিভাগ রেখেছে জানতে চায় লোকে। ঐ একটি বিভাগ, যা একেবারে অচ্ছ্যুৎ। এদের জন্য রুদ্ধ দুয়ার যদি না তেমন কেউকেটা থাকে। কেউকেটারা কেউ ঘরে ঘরে জন্মান না, মুশকিল ঐখানে।

'তৃতীয় বিভাগ' পাওয়া মানে ফেলই করা। কোনো কাজে লাগে না—এমনকি আজকাল এ বিভাগ পেলে মেয়ের ভালো বিয়েও হতে চায় না। উত্তরসূরী যদি মায়ের মগজ পায়, এ আশংকায়। জননী যতোই গৌণ হন সন্তানের পরিচিতিতে ও জীবন বৃত্তান্তে, মেধার বেলা নাকি 'মাতৃকুল' দারুণ প্রভাব ফেলে। সত্য মিথ্যা কে খোঁজে, এসব তো এখন প্রবচনে ও বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বিভাগ হলেও যে পোয়াবারো, তা নয়। নির্দিষ্ট নম্বর দরকার হয়—যে নম্বর প্রথম বিভাগের কান ছুঁই ছুঁই হয়। প্রথম বিভাগই একমাত্র বিবেচ্য—অবশ্য স্টার-এর কাছে এও নিষ্প্রভ, তাই যোগফল যদি সাতের কোঠায় হয়, স্টারের কাছাকাছি বলে সেই প্রথম বিভাগের আলাদা জেল্লা খুলে যায়।

এমনই কঠিন যখন ফলাফল-উত্তর ভবিষ্যৎ, তখন প্রথম বিভাগ' আর স্টারের জন্য আহাজারি বাড়বেই—আশ্চর্য কি? পাই বা না পাই, তীর বেগুন গাছে ছোঁড়া কেন, আকাশমুখী হলে ক্ষতি কি? এজন্য মানুষের মন-মানসিকতা এখন সুমর্পিত 'স্টার' ও কমপক্ষে এক হালি লেটারসহ প্রথম বিভাগের কাছে। যাতে করে প্রথম ক্ষেত্রে বলা যায়, 'আমার ছেলে স্ট্যান্ড-ই করত, তার মাস্টাররা বলেছে, পারেনি নানা কারণে'; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলার পথ থাকে, 'অল্পের জন্য 'স্টার' ফসকে গেছে।

ভালো ফলাফলের জন্য এই যে বাসনা—তা যতোটা না ছেলের প্রকৃত শিক্ষার জন্য, তার চেয়ে ঢের বেশি তার বাস্তবে 'প্রতিষ্ঠার' সোপান হাতড়ে পাওয়ার জন্য। প্রশ্ন উঠতে পারে—কোন কালে না এমন ছিল? কবে বিদ্যালাভের শুদ্ধ চেতনা ছেলে ও ছেলের পরিবারের অভীষ্ট ছিল? জবাবে বলা যায়, এককালে, এই মাত্র কিছুকাল আগেও, পড়াশোনায় ভালো হওয়াটা মুখ্য ছিল—তার পরের ভাবনা ছিল প্রচ্ছন্ন। তারও কারণ স্পষ্ট। তখন প্রকৃত গুণী ও মেধাবীর জন্য পথ প্রশস্ত ছিল—একবার ভালো করা গেলে অংকের ফলাফলের মত বাদবাকি সবই সাঁই সাঁই করে মিলে যেত। এখন পরিবেশ পাল্টে গেছে। তাই প্রভাব, প্রতিপত্তি, চলচেরা নিক্তি—অ-নে-ক কিছু দরকার হয়ে পড়ছে। সবার সব থাকে না। থাকে না বলেই হাতের কাছে আছে যে ছেলে—তাকেই 'লক্ষ্য' করে কোমর বাঁধা চলে। যে করেই হোক—তাকে বোর্ডের টেবুলেশনের ছকে উঁচুতে রাখতে হবে—নয়তো তার নম্বর তারকা খচিত করতেই হবে। নইলে এ ধরাধামে সে ধরাশায়ী হয়ে পড়বে—এমন ধারণা মজ্জাগত করতে হয়েছে। এ কারণেই আজকের দিনে একেবারে মেধা তালিকায় প্রথম না হলে দেখা যায় প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আক্ষেপ, ক্ষেত্র বিশেষে উষ্মাও থাকে। কিন্তু তালিকার শীর্ষে উঠতে চায় সবাই। এই যে সব ধরনের মেধার ছেলেকে প্রথম শ্রেণী এমনকি স্টার পাইয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে বলে ফলাও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বসেছে একটি প্রতিষ্ঠান, তা-ও তো ঐ কারণেরই ফসল। এ কারণ আগে-পরের, কাছের-দূরের, উঁচু-নিচুর। এ কারণের জন্যই এমন বিজ্ঞাপনের জন্য পয়সা খরচ করা গেছে এবং এমন বিজ্ঞাপন পত্রিকায় ঠাঁইও পেতে পেরেছে। জানা কথা, এ বিজ্ঞপ্তির তাই আজকের পত্রিকাগুলো ভর্তি কেবল 'কোচিং'-এর বিজ্ঞাপনে। জরিপ নিলে দেখা যাবে—সংখ্যায় ও চাকচিক্যে তা আর সব বিজ্ঞাপনকে পিছে হটিয়ে দিচ্ছে। কোচিং-এর কথা যদি সত্যি হয়—তাহলে বুঝতে হবে, এ দেশে অজস্র গুণী ব্যক্তি আছেন যাঁরা শিক্ষার্থীকে শিক্ষায় লহমায় পটু করে তুলতে সক্ষম আর পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় প্রথম কাতারে নিয়ে যেতে পারঙ্গম।

প্রশ্ন ওঠে—স্কুল কলেজগুলো এমন গুণী-হারা হয়ে আছে কি জন্য?

শিক্ষার এ বিপন্নতা মনকে বিষণ্ন করে না এখন—কথায় কথায় 'যুগধর্মে' সেরা সমর্থন মেলে। 'কলিকাল' বলে না কেউ আজকাল, বলে 'ক্রান্তিকাল'। এ ক্রান্তিকালই যদি এই হয়, এর পরে আরও কি আছে, বলা দায়।

আজ টীচার হলে স্কুলের বা কলেজের মালিক হতে সাধ হয়। কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ে সে সাধ সহজেই মেটানো যায়, কিন্তু মুশকিল হয়—আরও উচ্চতর পর্যায়ে। তখন বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাগে। তাই 'কোচিং সেন্টারের' অথবা কনসালটেন্সি সেন্টার-এর আশ্রয় নিতে হয়। এক্ষেত্রে একটি ঘর ও একটি গোলটেবিল আর কিছু চেয়ার থাকলেই হয়। সামান্য মূলধনে অবিরাম লাভের এমন মওকা আর কোথায়ও নেই।

সকলেই সব জেনে যান না কিন্তু কোথায়ও একটা কিছু যে, তা সবাই বোঝেন। কিন্তু তাতে লাভ নেই। সন্তান থাকলে সর্বত্যাগী হয়ে প্রতিবাদী হওয়ার জো নেই। তাই বুঝেও না বোঝার মতো থাকতে হয়—স্বেদ বিন্দুতে আহরিত অর্থ নিয়ে এইসব বিজ্ঞাপন-প্রদত্ত-সেন্টারে আহুতি দিতে হয়।

—হোসনে আরা শাহেদ